হরিণাকুণ্ডতে আ’লীগের আরো ৩ নেতা বহিষ্কার

ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিভেদ আর কোন্দল বাড়ছে হরিণাকুণ্ডু আওয়ামী লীগে। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আরো বহিষ্কার হলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ৩ নেতা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, হরিণাকুণ্ডু পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোঃ ফারুক হোসেনের বিপক্ষে কাজ করার অভিযোগে শাসকদলের ৩ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ নিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৬ নেতাকে বহিষ্কার করলো জেলা আওয়ামী লীগ।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ। ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাজেদুর রহমান টানু মল্লিক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য রবিউল ইসলাম পিলু মল্লিক ও হরিণাকুন্ডণ্ডু পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ আজাদ মল্লিককে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ভোট করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই তিন নেতা আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন বলে তদন্তে প্রমাণ পেয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগ। এই ৩ ব্যক্তি নৌকার বিপক্ষে ভোট করতে ভোটারদের উৎসাহিত করছেন বলে জেলা আওয়ামী লীগ তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী (জগ মার্কা) সাইফুল ইসলাম টিপু মল্লিকের সাথে আওয়ামী লীগের কোন সম্পর্ক নেই বলেও জানানো হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’র যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটিকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ’ প্রচারণার অংশ হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে রোড পেইন্টিং ও বোর্ড স্থাপন করা হয়।

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম এর নেতৃত্বে রোড পেইন্টিং কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি ঘোষণা করেন এই প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন তামাকজাত দ্রব্যর দোকান থাকবেনা, এই ঘোষণা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উক্ত কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের সিনিয়ির সহকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হক, নাসির উদ্দীন, আবু হানিফা, স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক এমএ হাসান সুমন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদ উদ দৌলা রেজাসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী- কাথুলী সড়কে পুলিশের টহলদল যাওয়ার পরেই ডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা গাংনী-কাথুলী সড়কে ধলারমাঠ এলাকায় গত রাত ১২টায় তিনজন পথচারি ডাকাতির শিকার হন। নগদ টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বেদম মারধর করে ডাকাতদল।

আহত হয়েছেন সদর উপজেলার কুলবাড়ীয়া গ্রামের মিল্টন হোসেন, মোহব্বত আলী, আরিফ হোসেন।

আহতরা বলেন, রাতে গাংনী থেকে একটি ওয়াজ শুনে বাড়ি ফেরার পথে ধলার মাঠে ৭/৮ জনের মত একটি ডাকাত দল গাড়ি থামিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে। পরে পকেটি থেকে মোবাইল ও নগদ টাকা নিয়ে সটকে পড়ে।

ডাকাতির শিকার হওয়া মিল্টন হোসেনের শ্বশুর খাইরুল সকালে মুঠোফোনে বলেন, গতরাতে ডাকাত দল প্রথমেই তাঁর জামাই মিল্টনকে মারধর করে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে । ওই সড়কে এর আগেও অনেকবার ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গরু ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ ছয় লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ভুমিকার আরো জোরালো থাকলে এসকল ডাকাতদল সক্রিয় হতে পারতো না বলে অভিমত স্থানীয়দের।

জানতে চাইলে ধলা পুলিশ ফাড়ির উপ পরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম বলেন, ওই সড়কটিতে প্রতিরাতে পুলিশের একটি টহলদল থাকে। গতরাতে ১২টায় টহলদলটি একটি ওয়ারেন্ট আসামি আটক করার জন্য চলে আসে। এর পরেই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, গাংনী উপজেলার ধলার মাঠে এক সময় রাতের বেলায় প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। পুলিশের ব্যপক তৎপরতার কারণে ডাকাতির ঘটান উপজেলাতে একেবারে কমে গিয়েছিলো। অপরাধিদের আটক করার জন্য একাধিক পুলিশের দল মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে।

গাংনীর ৬ ইট ভাটায় সন্ত্রাসীদের হামলা

গাংনীর বিভিন্ন ইট ভাটায় হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ সময় চাঁদা টাকা দাবি করলে না দেওয়ায় শ্রমিকদের মারধর করে । সেই সাথে চাঁদার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটাগুলো বন্ধ রাখার হুমকি দেয় তারা।

খোঁজ নিয়ে জানাযায়, গাংনীর ছয়টি ইট ভাটায় শ্রমিকদের মারধর করেছে সন্ত্রাসীরা, সেই সাথে চাঁদার দাবি করে।

সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা ইটভাটায় হানা দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। তাদের দেওয়া শর্তমতে চাঁদা না দিলে ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় সন্ত্রাসী বাহিনী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাটা মালিকরা জানিয়েছেন, গভীর রাতে যখন শ্রমিকরা ইট পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন সে সময় ১০/১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রথমে থানা রোডে পান্না ব্রিকসে হানা দেয়। এসময় ইট পোড়ানোর শ্রমিকদের মারধর করে। পর্যায় ক্রমে পার্শ্ববর্তী দোয়েল ব্রিকস, পায়রা ব্রিকস, টুইস্টার ব্রিকস, আস্থা ব্রিকস ও এএসবি ব্রিকসে হানা দিয়ে তাণ্ডব চালায়।

এএসবি ব্রিকস স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন বলেন, সন্ত্রাসীরা হানা দিয়ে শ্রমিকদের মারধর করে ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসময় ইটভাটার পরিবহনের যানবাহনে ভাঙচুর চালায় তারা।

ইট ভাটা মালিকরা জানান, সন্ত্রাসীরা শ্রমিকদের বেধড়ক মারপিট করে। সামান্য আহত কয়েক জন শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীরা পাঁচটি ইটভাটা তেই কাগজে লিখে একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। চাঁদা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটা বন্ধ রাখতে হুমকি দিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা।

বিষয়টি নিয়ে ইটভাটাগুলোতে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে আজ সকাল থেকেই ইটভাটার কার্যক্রম চালু থাকলেও রাতে শ্রমিকরা আর কাজ করতে চাইছে না।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর জিডি দায়ের করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার পরই বাংলাদেশ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ৩০। এর ফলে পাকিস্তান, ইংল্যান্ডের মতো দলকে ছাড়িয়ে ওয়ানডের সুপার লিগের পয়েন্ট তালিকায় বাংলাদেশ ২ নম্বরে উঠে গেছে।

৪০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের পয়েন্ট বাংলাদেশের সমান ৩০। তবে নেট রানরেটে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশ তালিকায় ২ নম্বরে আছে আর ইংল্যান্ড ৩ নম্বরে। পাকিস্তান ২০ পয়েন্ট নিয়ে ৪ নম্বরে।

এই সুপার লিগই ঠিক করে দেবে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে কারা সরাসরি খেলবে, আর কারা খেলবে না। করোনার কারণে শুরুটা বিলম্বিত হলেও গত ৩০ জুলাই ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে ওয়ানডে সুপার লিগ। সুপার লিগের অংশ বলেই এখন আর কোনো ম্যাচই অন্য ম্যাচের চেয়ে ছোট নয়।

বাংলাওয়াশ উইন্ডিজ

ঢাকা পর্বেই সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। আজ চট্টগ্রামে শেষ ওয়ানডেতে ১২০ রানে হেরে ধবলধোলাই হলো সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এ নিয়ে উইন্ডিজদের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো সিরিজ জিতল বাংলাদেশ।

আজ চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের দেওয়া ২৯৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪৪.২ ওভারে ১৭৭ রানে গুটিয়ে যায় উইন্ডিজ।

এর আগে টসে হেরে চার পাণ্ডব তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ঝড়ো ফিফটিতে ৬ উইকেটে ২৯৭ রান করে বাংলাদেশ।

ঢাকার মিরপুরে সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচেও দাপুটে জয় পায় টাইগাররা।

১৫ আগস্ট স্বাধীন হলেও কেন ২৬ জানুয়ারিই প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করে ভারত?

সেই ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে প্রত্যেক বছর ২৬ জানুয়ারি ভারতে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। কিন্তু কেন? কী জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটি?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয় ভারতবর্ষ। তবে সেই দিনটি ভারতীয়রা বেছে নেননি। বরং লর্ড মাউন্টব্যাটন নিজেদের ইচ্ছেমতো ১৫ আগস্ট দিনটি বেছে নেয় ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দিনই জাপান মিত্রশক্তির কাছে হার মানে। সেজন্যই ১৫ আগস্ট দিনটি বেছে নেয় ব্রিটিশ সরকার।

তবে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও ভারতের নিজস্ব কোনও সংবিধান ছিল না। সেই সংবিধানই রচিত হয় এবং ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর তা গৃহীত হয়। সেই সময় সংবিধান রচয়িতারা ঠিক করেন যে, ভারতের প্রজাতন্ত্র হয়ে ওঠা কোনও বিশেষ একটি দিনে উদযাপন করা উচিত। সেই কারণেই বেছে নেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়।

কিন্তু কেন ২৬ জানুয়ারিকেই বেছে নেওয়া হল? কেন অন্য কোনও দিন নয়?

ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যের বিচারে বেছে নেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারিকেই। এই কারণেই ২৬ জানুয়ারি পরিচিত হতে শুরু করল ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে। কেন ২৬ জানুয়ারিই বেছে নেওয়া হল প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে? ১৯২৯ সালের বর্ষশেষে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ‘পূর্ণ স্বরাজ’ আনার শপথ ঘোষণার পর ১৯৩০ সাল থেকে ২৬ জানুয়ারিকেই স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের শিকল ভেঙে ভারত যেদিন বাস্তবেই স্বাধীনতার মুখ দেখল- সেইদিন ঘটনাচক্রে ছিল ১৫ আগস্ট। যার ফলে পাল্টে গিয়েছিল ২৬ জানুয়ারির গুরুত্বও।

দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পায়। ব্রিটিশ ভারত ভেঙে গিয়ে কমনওয়েলথ অব নেশমস-এর অন্তর্গত অধিরাজ্য হিসেবে দু’টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালের ২৮ আগস্ট ভারতের একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বি আর অম্বেদকর।

১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদে জমা দেয়। চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিনব্যাপী গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য ১৬৬ বার অধিবেশন ডাকে। এই সমস্ত অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশের অধিকার ছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। তারপর ঠিক করা হয় ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের সেই দিনটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকর হবে এবং সেদিন থেকে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ হিসেবে পরিচিত হবে।

বহু বিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে গণপরিষদের ৩০৮ জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের হাতে-লেখা দু’টি নথিতে (একটি ইংরেজি ও অপরটি হিন্দি) স্বাক্ষর করেন। এর দু’দিন পর ভারতে এই সংবিধান কার্যকর হয়। সূত্র: এবিপি আনন্দ

[redacted]

[redacted] (Farah Ahmad was named Chief of Staff in the Office of the Under Secretary for Rural Development)[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সিইসির দেখা পেলেন না মওলানা ভাসানীর মেয়ে

পৌরসভায় সুষ্ঠু ভোটের দাবি নিয়ে এসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কেএম নূরুল হুদার দেখা পাননি জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মেয়ে মাহমুদা খানম ভাসানী।

সোমবার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির সঙ্গে দেখা করতে না পেরে তার একান্ত সচিবের কাছে দুইটি অভিযোগের কপি জমা দেন।

টাঙ্গাইল পৌরসভায় মেয়র পদে নির্বাচন করছেন মাহমুদা খানম ভাসানীর ছেলে মো. মাহমুদুল হক।

টাঙ্গাইল পৌরসভা নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী এসএম সিরাজুল হক আলমগীর ও টাঙ্গাইল-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ ছানোয়ার হোসেনের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত দুইটি অভিযোগ সিইসির দপ্তরে জমা দিয়ে যান। অভিযোগের সংশ্লিষ্ট অডিও রেকর্ড, স্থিরচিত্র এবং বিভিন্ন অভিযোগের কপি যুক্ত করা হয়েছে।

অভিযোগ জমা দেওয়ার পর মাহমুদা খানম ভাসানী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আসছিলাম তার সাথে দেখা করতে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা না করাটা দুঃখজনক। আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে আসছিলাম। সুষ্ঠু নির্বাচন করা সিইসির দায়িত্ব।

যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে মাওলানা ভাসানীর যে অবদান সেসব বিবেচনা করে হলেও সিইসির দেখা করা উচিত ছিল।

তৃতীয় ধাপে আগামী ৩০ জানুয়ারি এই পৌরসভায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।